সোমবার ২৪ এপ্রিল ২০০৬ ১১ বৈশাখ ১৪১৩, ২৫ রবিউল আউয়াল ১৪২৭

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

## ওয়াশিংটনে ঢাবির সাবেক শিক্ষকের রহস্যজনক মৃত্যু

হার"ন উর রশীদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক তর"ণ অর্থনীতিবিদ ড. কাফী বিল্কল্লাহ (৩৯) ওয়াশিংটন পুলিশের সহায়তা চেয়েও বাঁচতে পারেননি। সহায়তা চাওয়ার ১০ ঘণ্টা পর গেথেসবার্গের অফিস কক্ষ থেকে বুধবার তার মৃতদেহ উদ্দ্ধার করা হয়েছে। ওয়াশিংটন পুলিশ হেল্কপ্ললাইনে তার ফোন পাওয়ার কথা স্দ্বীকার করলেও তাদের বক্তব্য, বাণিজ্যিক ভবনের ফোন থেকে কলটি আসায় কে ফোন করেছিল তা শনাক্ত করা যায়নি। এমনকি মেড ইমিউন নামের যে প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেন, সেখানকার সহকর্মীরাও এই ১০ ঘণ্টায় তার কোনো খোঁজ নেননি, যা ঢাকায় অবস্থানরত তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্দ্বি করেছে। তার মামা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক হাসান ইমাম কাফী বিল্কল্লাহর মৃত্যুকে স্দ্বাভাবিক মনে করেন না। তিনি মৃত্যুর ঘটনা তদন্সের দাবি জানিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার ও মার্কিন সরকারের দৃষ্দ্বি আকর্ষণ করেছেন। পুলিশের সহায়তা চেয়ে না পাওয়ার ঘটনা মার্কিন মিডিয়ারও দৃষ্দ্বি আকর্ষণ করেছে। ওয়াশিংটন পোস্দ্ব তাদের শুত্রক্রবারে অনলাইন সংস্করণে গুর"ত্বের সঙ্গে খবরটি পরিবেশন করেছে।

অনলাইন সংবাদ সহ্রত্র থেকে জানা যায়, কাফী বিল্কল্লাহ দু'মাস আগে আটলান্টা থেকে ওয়াশিংটনে গিয়ে বায়োটেকনোলজি কোম্পানি মেড ইমিউন আইএনসিতে ম্যানেজার হেলথ ইকোনমি পদে চাকরি

নেন। বুধবার সকাল ৯টার কিছুক্ষণ আগে তিনি অফিসে প্রবেশ করেন। সকাল ৯টা ২ মিনিটে তিনি ডাক্তারের সহায়তা চেয়ে প্রথম পুলিশের হেল্পলাইন ফোন নম্বর ৯১১-এ (নাইন ইলেভেন) কল করেন। এরপর ৪০ মিনিট পর আবারো ফোন করেন। ১০ ঘণ্টা পর অফিসকক্ষের ফ্লোর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। কিন্তু এর মাঝে পুলিশ সহায়তা করতে আসেনি। পুলিশের মুখপাত্র লুইসিল ব্যার সংবাদ মাধ্যমকে জনান, বিল্লাহর সঙ্গে পুলিশের হেল্পলাইনে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন হয়েছে। তিনি অনেক কষ্টে বুকের ব্যথা বলে অ্যাম্বুলেন্স সহায়তা চেয়েছিলেন। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তার অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, কলার চিহ্নিত করে পুলিশের একটি দল তাৎক্ষণিকভাবে ৩৫ ডব্লিউ ওয়াটকিনস মিল রোডে পাঠানো হয়েছিল, যা ওই এলাকায় মেড ইমিউন আইএনসির অনেকগুলো ভবনের একটি। কিন্তু বিল্লাহর অফিস তার সামনের ২৫ নম্বর ভবনে। ফায়ার ও রেসকিউ সার্ভিসের পিটি প্রিঙ্গার জানান, তারা ৭-৮ মিনিট খোঁজাখুঁজি করে চলে যান। তার মতে কর্পোরেট (পিএবিএক্স) ফোন হওয়ায় তার সঠিক অবস্থান শনাক্ত করা যাচ্ছিল না এবং ওই প্রতিষ্ঠান কোনো তথ্যও দিতে পারছিল না। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ২৫ ডব্লিউ ওয়াটকিনস মিল রোড থেকে ফ্লোরে তার মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর দেওয়া হয় পুলিশকে নাইন ইলেভেন নাম্বারে। পুলিশ তার মৃত্যুর কারণ তদন্ত করে দেখছে।

বিল্লাহর চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান মেড ইমিউন আইএনসির মুখপাত্র জেমি লেসি দাবি করেছেন, তাদের টেলিফোনে কোনো কারিগরি ত্রুটি নেই। পুলিশের ফোনে ত্রুটি থাকতে পারে– এ কথা স্বীকারও করেছেন হেল্পলাইন নাইন ইলেভেনের পরিচালক বিল কেড। তিনি বলেছেন, হেল্পলাইন দীর্ঘদিনের পুরনো। ফলে কর্পোরেট ফোনের সঠিক অবস্থান অনেক সময় চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। আর কর্পোরেট অফিসগুলোও ১০ হাজার ডলার ব্যয় করে তাদের ফোনে সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণের সফটওয়্যার ব্যবহার করতে চায় না। মেড ইমিউন আইএনসির মুখপাত্র জেমি লেসি সাংবাদিকদের কাছে বিল্লাহর মৃত্যুর কথা স্বীকার করলেও বিস্তারিত তথ্য দিতে রাজি হননি। তার মধ্যে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা স্পষ্ট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কাফী বিল্লাহ ১৯৯৭ সালে পিএইচডি করতে আমেরিকা যান। '৯৯ সালে দেশে ফিরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার আমেরিকা চলে যান। তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০২ সালে পিএইচডি করেন। এরপর আটলান্টার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অব ইউএসএতে চাকরি নেন। দু'মাস আগে তিনি চাকরি নিয়ে ওয়াশিংটনে যান এবং একাই ওয়াশিংটনে থাকতেন। তার স্ত্রী ড. স্নিগ্ধা বিল্লাহ এবং একমাত্র কন্যা সন্তান ৪ বছর বয়সের প্রমিতি ঘটনার সময় আটলান্টায় তাদের নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তার শোকার্ত স্ত্রী-কন্যা আজ দেশে ফিরছেন। বিল্লাহর মরদেহ ওয়াশিংটন থেকে কাল ঢাকার গুলশানের পারিবারিক বাসভবনে নিয়ে আসা হবে বলে তার আত্মীয়স্বজনরা জানিয়েছেন। ৪ ভাইবোনের মধ্যে বিল্লাহ ছিলেন সবার ছোট। তার বড়

ভাই বায়েজিদ বিল্লাহও আমেরিকা প্রবাসী। ২ বোন দেশে থাকেন। বাবা মৃত আবুল কাশেম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। তাদের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলের কোনাবাড়ী গ্রামে।

শনিবার গুলশানের বাসায় গিয়ে দেখা গেছে শোকের ছায়া। আত্মীয়স্বজনরা তার মৃত্যুর খবর পেয়ে বাসায় আসছেন। তার ছাত্র, সহকর্মী এবং বন্ধুরা কোনোভাবেই এ মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না। বিল্লাহর মামার প্রশ্ন, আমেরিকার মতো একটি দেশে পুলিশের সহায়তা চেয়েও পাওয়া গেল না, ১০ ঘণ্টা পর তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। আর ১০ ঘণ্টায় তার অফিসের সহকর্মীরাও কোনো খোঁজ নিল না। তার মতে এটি কোনো স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে না। এর ভেতরে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে, যা সুষ্ঠু তদন্ত হলে জানা যাবে।

Source: http://www.shamokal.com/details.php?nid=21175